তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...
MAR. 21 2002

ঢাবিতে দ্বিতীয় শিফট চালুর ভাল মন্দ নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু

একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাব : মতামত চেয়ে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ডিনদের কাছে চিঠি

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফট চালুর সুফল-কুফল নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। কেউ মনে করেন এতে ছাত্ররা উপকৃত হবে, বাড়বে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। অন্যদের ধারণা, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে একে তো শিক্ষার মান নিম্নগামী, এ অবস্থায় অবকাঠামো সুবিধা ও শিক্ষক সংখ্যা না বাড়িয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করলে নানা অব্যবস্থাপনা দেখা দেবে। ভেঙে পড়তে পারে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকট আকার ধারণ করতে পারে ক্যাম্পাস রাজনীতি। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক উদ্যোগে এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সম্পূর্ণ ছাত্রদের অর্থায়নে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের সম্ভাব্যতা যাচাই করে রিপোর্ট পেশের জন্য এক সপ্তাহ আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অনুষদের ডিনদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। তারপর থেকেই চলছে আলোচনা, সমালোচনা। গত ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত একাডেমিক পরিষদের সভায় দ্বিতীয় শিফটের একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, দ্বিতীয় শিফটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউট থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করা হবে। ক্লাসের সময়সূচি বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা। ছাত্রছাত্রীরা কোন আবাসিক সুবিধা পাবে না। মূল ধারায় ভর্তির সুযোগ বঞ্চিতদের মধ্য থেকে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। শিক্ষা পদ্ধতি হবে মার্কিন সেমিস্টার আদলে। যেখানে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা থাকবে। এডমিশন, টিউশন ও কোর্স ফির নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা দিয়েই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এতে কোন লাভ বা ক্ষতি হবে না। একটি সেকশনে ন্যূনতম ৩০ এবং ঊর্ধ্বে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বেতন সাড়ে তিন হাজার টাকার বেশি হবে না। আয়ের ২০ ভাগ পাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ১০ ভাগ মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির জন্য এবং বাকি ৭০ ভাগ ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা কর্মী বাহিনী, উপকরণ

শুরু : নতুন বিতর্ক

(৩য় পৃষ্ঠার পর) এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতায় খরচ হবে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাবিত 'শিক্ষা পুনর্গঠন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই এ পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে।

প্রস্তাবে অবশ্য উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। এর একটি অবকাঠামোর উন্নয়ন ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাতে এককালীন ৩০০ কোটি টাকা এবং প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে বর্তমান অবকাঠামোগত ও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় শিফট চালুর প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতীয় বিকল্পের উপরেই প্রস্তাবে জোর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য থাকবে কোথায়? পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া কতটা যৌক্তিক ও নৈতিক? উচ্চ শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে নতুন কার্যকরি পদ্ধতি কেন মূল ধারার ছাত্রছাত্রীদের বেলায় প্রয়োগ করা হবে না?

বিগত প্রশাসনের আমলেও একই ধরনের প্রস্তাব তৈরির চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকদের সমালোচনা ও বিরোধিতার মুখে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ইভেনিং শিফট চালু প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। বর্তমানে ব্যবসায়ে প্রশাসন ইন্সটিটিউটের অধীনে ইভেনিং প্রোগ্রামে এমবিএ ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ ইভেনিং শিফটের মাধ্যমে প্রফেশনাল ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। এ দু'টি বিভাগের বেতন-ভাতা স্বাভাবিক থাকলেও অস্বাভাবিক বেতন-ভাতা নেয়া হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধীনে এ বছর চালুকৃত ইভেনিং শিফটে এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামে। এখানে সংশ্লিষ্ট অনুষদ থেকে এমকম ডিগ্রিধারীদের বার্ষিক বেতন ৭৫ হাজার, ঢাবিসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের এক লাখ ৩০ হাজার আর পাসকোর্সে ডিগ্রিধারীদের জন্য এক লাখ ৯০ হাজার টাকা। বেতন কাঠামো নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, দ্বিতীয় শিফটেও ভর্তি ফি ন্যূনতম লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম জহুরুল হকের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি অবহিত না হয়ে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। দ্বিতীয় শিফটের প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে বিতর্ক চলছে। এখনও পর্যন্ত কোন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেনি। জানা গেছে, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোয় দ্বিতীয় শিফট চালু করা সম্ভব হবে না। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত থাকতে হয় একাডেমিক কাজে। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের কিছু বিভাগ নতুন শিফট চালু করতে আগ্রহী। কলা ও সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদেরও কিছু বিভাগ দ্বিতীয় শিফট চালুর পক্ষে। এ প্রসঙ্গে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূর-উন নবী বলেন, 'দ্বিতীয় শিফট